প্রথম আলো

তারিখ 28 APR 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

২০ দিন ধরে বুয়েট অচল

প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতি অনড়

মোশতাক আহমেদ ও
আহমেদ জায়িফ ●

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতির জেদাজেদির কারণে ২০ দিন ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) চলছে অচলাবস্থা। উভয় পক্ষকে সংকট নিরসনে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানানো ছাড়া এই সময়ে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির মতে, তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন এই প্রতিষ্ঠানে যতটুকু অনিয়ম ও দলীয়করণ হয়েছে, তা অনৈতিক বা অযৌক্তিক। তবে তা বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নয়।

শিক্ষক সমিতির এখন মূল দাবি, উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হবে। আর উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য বলছেন, তাঁরা পদত্যাগ করবেন না। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যেতে চান, এ জন্য মানববন্ধন করছেন। ৭ এপ্রিল থেকে টানা কর্মবিরতির কারণে শিক্ষার্থীরা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বুয়েটের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে না যেতে পারার বিষয়টি বিব্রতকর। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের এ বিষয়ে দ্রুত ও আন্তরিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে বুয়েটের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কামাল আহম্মদকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তাঁকে ভূতাপেক্ষ (যখন প্রাপ্য তখন না দিয়ে পরবর্তীকালে প্রাপ্য সময় থেকে) পদোন্নতি দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে শিক্ষক সমিতি। এর পাশাপাশি বুয়েটে সহ-উপাচার্যের পদ সৃষ্টি করে জ্যেষ্ঠতার ক্রমতালিকায় প্রায় ৫০ জনের পেছনে থাকা একজন অধ্যাপককে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন, শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মকর্তার পদোন্নতিতে অনিয়মসহ বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছেন সমিতির নেতারা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রেজিস্ট্রার পদে কামাল আহম্মদকে নিয়োগ দেওয়া হবে না মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন। গতকাল *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতিকে বিষয়টি জানানোর জন্য নেতাদের তাঁর বাসায় আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নেতারা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাননি।

তবে শিক্ষক সমিতি মনে করছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বুয়েট প্রশাসনের পক্ষ অবলম্বন করেছে। এ জন্য আলোচনায় বসার আগ্রহ দেখাচ্ছে না সমিতি।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

২০ দিন ধরে বুয়েট অচল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কর্মবিরতি প্রত্যাহার না করলে বুয়েটের আইন অনুযায়ী, উপাচার্য আচার্যকে (রাষ্ট্রপতি) লিখতে পারেন। আইন অনুযায়ী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ কম।

সরকারের নীতিনির্ধারকদের ধারণা, বুয়েটে সব সময় আওয়ামী লীগবিরোধী শিক্ষকেরা সক্রিয় ও শক্তিশালী। তাই ওই প্রতিষ্ঠানে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং একজন সরকার-সমর্থক কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি সমিতি মেনে নিতে পারেনি।

শিক্ষক সমিতির এখনকার দাবি উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পদত্যাগ এবং সহ-উপাচার্য পদটি বিলুপ্ত করা। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি। তাহলে পদত্যাগ করব কেন? উপাচার্য, সহ-উপাচার্য নিয়োগ দেয় সরকার। সরকার না চাইলে থাকব না।'

সংকট শুরু ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি নিয়ে : কামাল আহম্মদ ২০০৫ সালে সহকারী রেজিস্ট্রার, ২০০৯ সালে উপ-রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি পান। কিন্তু তাঁকে ১৯৯৯ সাল থেকে সহকারী রেজিস্ট্রার ও ২০০৪ সাল থেকে উপ-রেজিস্ট্রার পদে ভূতাপেক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে তাঁকে রেজিস্ট্রারের চলতি দায়িত্বও দেওয়া হয়। শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে তাঁকে সরিয়ে একজন শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় রেজিস্ট্রার পদে।

বুয়েটের শিক্ষক দীপক কান্তি দাশকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে ১৯৯৮ থেকে ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি ভূতাপেক্ষ নিয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূতাপেক্ষ সুবিধা দেওয়া বুয়েটে একটি নতুন 'অনিয়মতান্ত্রিক কাজের সংযোজন' বলেও কমিটি মনে করে।

জানতে চাইলে কামাল আহম্মদ বলেন, তিনি যাতে রেজিস্ট্রার হতে না পারেন, সে জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সহ-উপাচার্য নিয়োগ : ২০০৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো বুয়েটে সহ-উপাচার্য পদে হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হয় অর্ধশতাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে ডিঙিয়ে। তাঁর নিয়োগের পরপরই বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। বুয়েটের আইন অনুযায়ী, শিক্ষক-কর্মচারীদের রাজনীতির সুযোগ নেই। শিক্ষক সমিতি বলছে, সহ-উপাচার্য ছাড়া বুয়েট এত দিন চলেছে, এই পদের প্রয়োজন নেই।

তবে বুয়েট প্রশাসন বলেছে, সরকার সহ-উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে বুয়েট প্রশাসনে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছে।

সম্মানী ভাতা নিয়ে প্রশ্ন : শিক্ষকদের অভিযোগ, উপাচার্যসহ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থাকার নামে 'সম্মানী ভাতা' নিয়ে থাকেন। এটা নৈতিকভাবে ঠিক নয়। কারণ, সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থাকা উপাচার্যসহ অন্যদের স্বাভাবিক কাজ। তবে বাইরের কেউ এলে সম্মানী ভাতা পেতে পারেন। এ বিষয়ে উপাচার্য বলেন, এ ধরনের সম্মানী ভাতা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়ার রীতি আছে।

কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে অনিয়ম : খন্দকার আনোয়ার কবির ও গোলাম মোহফা নামের দুই কর্মকর্তার ভূতাপেক্ষ নিয়োগ আবেদন প্রথমবার গৃহীত না হলেও একই সময়ে সানাউল্লাহ হাকিমের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

তদন্ত কমিটি বলছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন সুনির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয়নি। ফলে সিলেকশন বোর্ড এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত কখনো কারও পক্ষে-বিপক্ষে গেছে।

ছাত্রলীগের নেতার ফল পরিবর্তন : বুয়েট উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে এক ছাত্রলীগের নেতার বিষয় নিবন্ধন ও ফল পরিবর্তনের অভিযোগ উঠেছে। ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম মো. মোকাম্মেল হোসাইন। তিনি বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি এবং ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

মোকাম্মেল তাঁর চতুর্থ বর্ষে একটি কোর্সের পরীক্ষায় অংশ নেননি। অসুস্থতার কারণে কোর্সটি প্রত্যাহারের জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে তিনি সরাসরি উপাচার্যের কাছে আবেদন করেন। উপাচার্য ওই দিনই বিভাগীয় প্রধান, উপদেষ্টা ও রেজিস্ট্রারের সঙ্গে আলোচনা না করেই ওই কোর্সটি প্রত্যাহারের অনুমতি দেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা একাডেমিক কাউন্সিলের।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষা না দেওয়া কোর্সটিতে মোকাম্মেলের এফ গ্রেড পাওয়ার কথা। এর ফলে তিনি পরবর্তী সময়ে ওই কোর্সের পরীক্ষা দিলে নিয়ম অনুযায়ী বি গ্রেডের বেশি পেতেন না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন বাতিল করে দেওয়ায় তিনি ওই কোর্সটিতে পরীক্ষা দিলে সর্বোচ্চ গ্রেড পেতে পারেন।

অথচ গত বছর আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের এক শিক্ষার্থী অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দিতে না পারায় গণিত ১০১ কোর্সটি প্রত্যাহারের জন্য উপাচার্যের কাছে আবেদন করেন। বিভাগের চেয়ারম্যানের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ওই ছাত্রীকে কোর্স প্রত্যাহারের অনুমতি দেননি উপাচার্য। ফল পরিবর্তনের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি গত জানুয়ারিতে তাদের সাধারণ সভা থেকে বিষয়টি তদন্তের দাবি জানায়। তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। ওই কমিটির প্রধান মোহাম্মদ জাকারিয়া এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

উপাচার্য নজরুল ইসলাম বলেন, এ রকম সামান্য ভুল প্রায়ই হয়ে থাকে। ছাত্রটি ছাত্রলীগ করায় কথা উঠেছে। আন্দোলনের বিষয়ে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বলেন, তাঁরা বুয়েটের স্বার্থে আন্দোলন করছেন।

আশরাফুল ইসলাম জানান, সাবেক দুই উপাচার্য, বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দুই প্রতিনিধি ও সমিতির নেতারা গত রাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে আজ সমিতির সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে।